ফেডারেশন বার্তা

'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of 'All India Federation of Bengali Buddhists')

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৫২ ○ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ○ Website : www.aifbb.org ○ অক্টোবর : ২০২৪/২৫৬৮---বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা আমাদের সমাজ জীবনে একটা তুমুল আলোড়ন ফেলে দেয়। এমন আলোড়ন যে তাতে সামিল না হয়ে পারা যায়না। যেমন ঘটে গেলো আগস্টের ৯ তারিখে আর. জি. কর হাসপাতালে। সেখানে এক জুনিয়র ডাক্তারের ধর্ষণ সহ নৃশংস হত্যার ঘটনায়। পরদিন সে সংবাদ দাবানলের মতন ছড়িয়ে পরল বাড়িতে বাড়িতে। ধিক্কার জানালো প্রতিটি মানুষ। ঘটনার কাহিনী সবিস্তারে বেরুতে লাগলো খবরের কাগজের পাতায়, নিউজ চ্যানেলে। আমরা সাধারণ মানুষ সেই সংবাদ গিলছি আর উত্তেজনায় ছটফট করছি। সাধারণ মানুষ বলতে সেইসব মানুষের কথা বলছি যাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত নয় শুধু মাত্র একটা সুস্থ সমাজ জীবন চায় এবং শান্তিতে বাঁচতে চায়। ঘটনা যেটা ঘটে গেছে সেটা আসলে একটা ক্রাইম। এর মধ্যে রাজনীতির কোন যোগ নেই। মানুষও তাই তার নিজের রাজনৈতিক চরিত্র সরিয়ে রেখে মুখর হয়েছে নিন্দায়। ক্রুদ্ধ হয়েছে প্রশাসনের উপর অপরাধীকে ধরতে না পারার কারণে। নিউজ চ্যানেলগুলি গরমা গরম সংবাদ পরিবেশন করছে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করেই এবং তাদের চ্যানেলেই যে সে সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে এই ঘোষণা রেখেই। তাদের লক্ষ্য টি.আর.পি। কলকাতা পুলিশের উপর মানুষ আস্থা রাখতে পারছেনা। সিবিআই-এর উপর অনুসন্ধানের ভার দিতে চাইছে। কিন্তু তথৈবচ। প্রায় দুই মাস অতিক্রান্ত হতে চলল, সিবিআই এখনো নীরব। সিবিআই-এর অক্ষমতার খবর সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে। তাহলে এখন আমরা কার কাছে যাবো? আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তরুণ ডাক্তারেরা। অরাজনৈতিক ভাবে। ভিকটিম মেয়েটি ছিল তাঁদের সহপাঠি। তাঁদের ভগিনী প্রতীম। সেই কারণে তাঁরা রাগে ফুঁসছে। এক্ষুনি তাঁরা অপরাধীর বিচার চাইছে। সেটা সংক্রামিত হচ্ছে নিরীহ রাজ্যবাসীর মনেও। তাঁরাও সম্মিলিত হচ্ছে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা অন্যরকম। কিছু সময়ের কর্মবিরতি করে, মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করে, তিলোত্তমার সাথে একাত্মতা বোধ করে। না এইরকম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ এই শহর আগে কখনো দেখেনি। তাই সমর্থন আরো বাড়ছে।

তিলোত্তমা হত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। নিজের কাজের জায়গায়, নিজের সহকর্মীদের মাঝে, নিশ্চিন্ততার ঘেরাটোপের মধ্যে, নৃশংসতার স্বীকার হতে হোলো। এই ঘটনা একটি বিরলতম ঘটনা। এটা উপলব্ধি করেই দেশের মানুষ বিচার চাইছে। "রাত দখল" ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ৫০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনো তিলোত্তমা হত্যা রহস্য উদঘাটিত হলোনা। আরো কতদিন যে লাগবে আমাদের জানা নেই।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

শুভ কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

নবরূপায়নে 'বেণুবন বৌদ্ধ বিহার'

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চট্টগ্রাম থেকে আগত বাংলাভাষী বৌদ্ধরা পারস্পরিক সম্পর্কের দৃঢ়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে সংঘবদ্ধভাবে আপন সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং পরম্পরায়কে সজীব রাখার তাগিদে কলকাতা মহানগরীর সন্নিহিত প্রায় পশ্চাদপদ স্থান সমূহে বৌদ্ধ পল্লী গঠনে মনোযোগী হয়। তারই ফলাফল স্বরূপ আমরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দমদম অঞ্চলে যে কয়টি বৌদ্ধ পল্লী গড়ে উঠতে দেখি তার অন্যতম হল দমদম ক্যান্টনমেন্ট-এর রবীন্দ্রপল্লী পাড়ুই এলাকা। এ অঞ্চলের সমাজচিন্তক অগ্রজদের অন্যতম শিক্ষক অজয় কুমার বড়ুয়া, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রী সুধীন্দ্র লাল বড়ুয়া, শ্রী মাখন লাল তালুকদার, শ্রীমতি রেখা তালুকদার এবং আরও অনেকে, ধর্ম এবং সমাজ সংস্কৃতির প্রতিপালনের জন্য গড়ে তোলেন ১৯৬৯-এ 'বেণুবন বৌদ্ধ বিহার'। এ বিহার রক্ষার্থে সৃষ্টি হয় 'বেণুবন বৌদ্ধ সংঘ'। প্রায় সাড়ে চার কাঠা (৪ ১/২ কাঠা) জমিতে একতল বিশিষ্ট এই বিহারে বুদ্ধ প্রকোষ্ট ব্যতীত ভিক্ষু কক্ষ এবং সভাকক্ষ ক্রমান্বয়ে নির্মিত হয়। প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর, এই বিহার প্রাঙ্গন নানাভাবে বৌদ্ধ সমাজকে ধর্মদান এবং সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

সময়ের প্রয়োজনে এবং বাস্তবিক পরিস্থিতির আবশ্যিকতায় এই বিহার পুনঃনির্মাণ প্রত্যাশিত ছিল। বেণুবন বিহারের বর্তমান পরিচালক মন্ডলী তাদের সমগ্র জীবনীশক্তিকে ব্যবহার করে এই বিহারকে সম্প্রতি নবরূপায়নে রূপায়িত করেছেন। এই কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং সমগ্র বাংলাভাষী বৌদ্ধ সমাজ তথা স্থানীয় প্রশাসন সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। এ মহৎ কাজ যাদের অংশগ্রহণে সম্পূর্ণ হল, তাঁদের প্রতি "অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

বিগত ১৮ই মে ২০২৪ নবরূপে রূপান্তরিত 'বেণুবন বৌদ্ধ বিহার'-এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন সম্পন্ন হল প্রাজ্ঞ বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে এক শ্রদ্ধানু-হৃদয় স্পর্শী-মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উক্ত দিন বিহারে নব-নির্মিত বুদ্ধাসনে বুদ্ধমূর্তি উৎসর্গ, তোরণ উদ্বোধন সহ সংঘদান সভা পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বেণুবন বৌদ্ধ সংঘের মাননীয় সভাপতি শ্রী দিলীপ কুমার চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী চম্পক কুমার বড়ুয়া সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বিহার পুনঃনির্মানে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বেণুবন বিহারের অধ্যক্ষ তথা উপসংঘরাজ ড. রতনশ্রী মহাস্থবির সকলের কুশল কামনায় আর্শীবাদ প্রদান করেন।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

ঘটনাটা ভীমরুলের চাকের একেবারে মধ্যিখানে আঘাত করেছে। তাই যেসব ডাক্তাররা অন্যায় অবিচারের সম্মুখীন হয়েও এযাবৎকাল সবকিছু মুখবুজে সহ্য করে আসছিল, তারা সব প্রতিবাদে ফেটে পরেছে। সাথে পেয়েছে সাধারণ বুদ্ধিজীবী মানুষকে। তারাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছে, অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে, "রাত দখল" কর্মসূচি পালন করছে। তারা এই অন্যায় সমর্থন করেনা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্ম বিরতি। এই সবই মূলত আর.জি.কর-এর প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতি, যেটা কিনা তিলোত্তমার খুন হয়ে যাওয়ার কারণে স্ফুলিঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। নয়ত এসব ঘটনা নতুন কিছু নয়। শুধু কলকাতায় নয় সারা ভারত জুড়ে এ ঘটনা ঘটে চলেছে।

অথচ মজার কথা এই যে এটা কিন্তু আমাদের দেশের বা জাতির প্রকৃত চেহারা নয়। আমরা পরিশ্রম করতাম এবং তার ফসল নিজেরাই ভোগ করতাম এবং তৃপ্ত হতাম। অন্যের উপার্জনের প্রতি আমাদের মনও ছিলনা, হিংসাও ছিলনা। বরং সেদিকে নজর দিলে আমাদের মনে হোতো বোধহয় কোনো পাপ কাজ করে ফেললাম। ধীরে ধীরে আমাদের মনে এই পাপ বোধের ধারণাটা পাল্টাতে লাগলো। আমরা দেখলাম কারুর পকেট থেকে পড়ে যাওয়া অর্থ ফেরৎ না দিয়ে সেটা আত্মস্থ করে নেওয়াতেই মানুষ রপ্ত হয়ে পরছে। এই নষ্টবোধ-ই মানুষকে অনেক অপকর্ম করতে উৎসাহিত করছে। তারই পূর্ণ রূপ আজকের এই আর.জি.কর.-এর ঘটনা। এইরূপ ঘটনা অহরহ আমাদের চারপাশে ঘটেই চলেছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে আর জি করের ঘটনা দূর করা সম্ভব নয়। এখন সময় জেগেছে। জাগ্রত বিবেককে আর ঘুমোতে পাঠানো নয়। প্রশাসন তার নিজের মতন কাজ করুক। সে কাজ ঠিক হচ্ছে কিনা জুনিয়র ডাক্তাররা লক্ষ্য রাখুন। আমরা লেগেপরি মানুষের মনের থেকে এই অপরাধ প্রবণতার অঙ্কুর বিনষ্ট করে দিতে।

তবে দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কি এই নিয়ে ভাববেনা? পরিস্থিতি কি এমনই চলবে? নির্ভয়া, তিলোত্তমা ঘটনার পরম্পরা কি চলতেই থাকবে? ফাঁসির সাজা চালু হলেই কি অপরাধ নির্মূল হবে? সাজার ভয় দেখিয়ে অপরাধ দমিয়ে রাখা যাবেনা এটা আমাদের অভিজ্ঞতাসুলভ জ্ঞান।

টলটলে দীঘির শান্ত জলে যদি একটা পাথর ছোঁড়া হয়, জলে তৎখনাৎ একটা তরঙ্গ ওঠে। সে তরঙ্গ ধীরে ধীরে বড় হয়ে পাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে। তেমনি মানুষের মনের জলাশয়ে যখন সামান্যতম দোলাচল ঘটে এবং তার থেকে উদ্ভূত অতি সামান্য তরঙ্গ রাশিকে উৎপত্তি স্থলেই যদি বিনষ্ট করতে না পারি পরে তা বিশাল আকার ধারণ করে মনকে সম্পূর্ণ রূপে প্লাবিত করে যেতে পারে। এখন মনের সেই তরঙ্গকে দমন করার পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা করার প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিক্ষা দেবে কে? শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারনা গড়ে ওঠার পূর্বেই তো দম্পতি মা-বাবা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবেই তারা একটি দিশাহীন প্রজন্মকে এগিয়ে দিচ্ছেন। সেই সব শিশু বড় হয়ে যখন আর মা-বাবার বাধ্য থাকছেনা তখন তারা তাদের নিয়ন্ত্রনহীন জীবনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে পছন্দ মতন জীবনধারা বেছে নিচ্ছে। হয়তবা সেটা ভালো হচ্ছে নয়তোবা সেটা খারাপ প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। যেন এক হাল বিহীন নৌকো জলের স্রোতে ভাসমান হয়ে স্রোতের অভিমুখে ছুটে চলছে। এই অনিয়ন্ত্রিত ধাবমান গতিকে স্তব্ধ করতে নিষ্ফল প্রচেষ্টায় কত তিলোত্তমাকে যে আত্মবলি দিতে হচ্ছে তার হিসাব নেই।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—শ্রী নবারুণ বড়ুয়া, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া, শ্রীমতি সঙ্গীতা বড়ুয়া।

প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া

(সাধারণ সম্পাদক, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস')

পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের ১২৩ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ২৭শে জুলাই ২০২৪ 'ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র প্রথম সংঘরাজ পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের ১২৩ তম জন্মজয়ন্তী (১২৪-তম জন্মদিবস) নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মধ্য কলকাতার পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড) 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন' প্রাঙ্গনে উদ্‌যাপিত হল।

এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিন প্রত্যুষে 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'এর প্রার্থনা কক্ষে মাননীয় ভিক্ষুসংঘ সূত্র পাঠ এবং বুদ্ধ পূজা সম্পন্ন করেন। অতঃপর এই অনুষ্ঠানে আগত ভিক্ষু সংঘকে পিন্ডদান প্রদান করা হয়।

বৈকালিক অনুষ্ঠানের শুরুতে মাননীয় ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে এবং উপাসক-উপাসিকাগণের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে মহাস্থবির মহোদয়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং বন্দনা জ্ঞাপন করা হয়। স্মৃতিচারণ সভায় মাননীয় ভিক্ষুসংঘ এবং পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র আধিকারিকবৃন্দ মহাস্থবিরের জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন।

অনুষ্ঠানের অন্তিমপর্বে ছিল "পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির পঞ্চদশ স্মারক বক্তৃতা" প্রদান। পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের পরিচালনায় এই স্মারক বক্তৃতা সভায় এবারের বক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেন্টার ফর বুদ্ধিস্টস স্টাডিজ"-এর কো-অর্ডিনেটর বিশিষ্ট বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ অধ্যাপিকা (ড.) মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়। আলোচ্য স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল "বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ", বৌদ্ধ দর্শনে- 'জ্ঞানতত্ত্ব', 'ন্যায়শাস্ত্র এবং 'শব্দার্থ বিদ্যা' এ সকলকে কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে মাননীয়া অধ্যাপিকা ব্যক্ত করেন যে— 'গৌতমবুদ্ধকে বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বররূপে স্বীকার করা হয়নি'। এবং এ সম্পর্কিত থেরবাদ ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বুদ্ধ নিজেকে কখনো ঈশ্বর বা ভগবান বলে দাবি করেননি। হীনযান (থেরবাদ) সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ 'বুদ্ধের' অলৌকিক সত্তায়, অতিপার্থিব সত্তায় বিশ্বাসী নয়। প্রশ্ন ওঠা স্বভাবিক যে, বৌদ্ধদের প্রার্থনায় শুরুতেই যে শ্লোকটি উচ্চারিত হয় তাহল— "নমো তস্যভগবতো অরহতো সম্যকসম্বুদ্ধস্স" অর্থাৎ "ভগবান বুদ্ধ যিনি সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁকে প্রণাম"। এখানে ব্যবহৃত দুটি বিশেষণ 'ভগবান' এবং 'সম্যক সম্বুদ্ধ' এই দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় তার দার্শনিক পান্ডিত্যে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আস্তিক সম্প্রদায়—ঈশ্বর এবং ভগবানকে সমার্থক রূপে দেখেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বরের ধারণা বৌদ্ধ দর্শনে অনুপস্থিত। বৌদ্ধ দর্শনে বুদ্ধকে ভগবান বলা হয়েছে তাঁর সর্বজ্ঞতাকে স্বীকার করে। অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে— বুদ্ধের প্রেক্ষিতে "সর্বজ্ঞ" কথাটি সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। এই পদটি বুঝতে হবে সেই জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যে জ্ঞান অর্জন করলে দুঃখ-কষ্টের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, যে জ্ঞানের বিষয় চতুরার্যসত্য। বৌদ্ধ দর্শনে এই চতুরার্যসত্য তুলে ধরে জগতের মূল সত্য যাকে অনেক সময়েই পরমার্থ বা যথাভূত বলা হয়। সেই সত্যের জ্ঞান যাঁর অধিনস্থ তিনিই সর্বজ্ঞ। যেহেতু একমাত্র 'গৌতমবুদ্ধ'-ই এই জ্ঞানের অধিকারী, তাই তাকেই একমাত্র সর্বজ্ঞ বলা যায় অন্য কাউকে নয়।

অধ্যাপিকা মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়ের এই সুনিপুণ উপস্থাপনা উপস্থিত সুধীমন্ডলীকে মোহিত করে তোলে। বৌদ্ধ দর্শনের এই অমূল্য বিশ্লেষণ পরিবেশনার জন্য অধ্যাপিকা মহোদয়াকে 'পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র পক্ষ থেকে অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ফেডারেশনের উদ্যোগে শিক্ষা-বৃত্তি সম্পর্কিত কর্মশালার আয়োজন

নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত আমাদের সংস্থা All India Federation of Bengali Buddhists এর একটি বিশেষ অবদান হল মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশ পূর্বে ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্ধারণে সঠিক দিশা দেখানোর উদ্দেশ্যে কেরিয়ার কাউন্সেলিং (Career Counselling) তথা শিক্ষা-বৃত্তি কর্মশালার আয়োজন।

বিগত দু'বছর যাবৎ আমাদের সংস্থা বৃহত্তর সমাজের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় সঠিক পথের দিশা দেখাতে বিনা ব্যয়ে এই বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করে চলেছে। এ ধরনের কর্মশালার বাস্তবিক উপকারিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীর চলার পথে সহায়ক হচ্ছে—যা, আমাদের সকলকে আর্থিক ভাবে দুর্বল তথা প্রান্তিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে।

উপরিউক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফেডারেশন বিগত ১৩ই জুলাই ২০২৪, শনিবার এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরের স্থানীয় সমাজ কল্যাণ সংস্থা 'রুদ্রনগর বিশালক্ষী পল্লী উন্নয়ন সমিতি'র বিদ্যায়তনে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক এবং আধিকারিক মন্ডলী, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রী দেবাশীষ বিশ্বাস (ইন্সপেক্টর অফ কলেজেস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সুবল বারুই (ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক (ড.) অহিংসুখ বড়ুয়া (সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ), অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া (বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহাবিদ্যাপীঠ), ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া (হেরিটেজ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি) প্রমুখ। কর্মশালার শেষ পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের মায়েদের সঙ্গে এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া এবং শ্রীমতি কৃষ্ণকলি বড়ুয়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী সুরক্ষা সম্পর্কে সকলকে বিশদে অবগত করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে উপস্থাপনে ফেডারেশনের অন্যতম সম্পাদকদ্বয় শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া এবং শ্রী নবারুণ বড়ুয়া ও রেমেক্স মিডিয়া (Ramex Media) -র কর্মাধ্যক্ষ শ্রী বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ প্রশংসিত হয়।

৮ম বর্ষ বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্মশালা সুসম্পন্ন

২০১৬ সালের প্রারম্ভিক লগ্ন থেকে শুরু করে প্রতি বছর (কোভিড মহামারীর কারণে ২০২০ সাল ব্যতীত) বর্ষাবাসকালীন একমাসব্যাপী (প্রতি শনিবার ও রবিবারের ভিত্তিতে) 'পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' "বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যয়ন" বিষয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। এবারের আন্তর্জালিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মশালাটি বিগত ৩১শে আগস্ট ২০২৪ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ সুসম্পন্ন করা হয়। বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক, প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী বিশেষজ্ঞ বক্তারূপে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

'পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' এই কর্মশালা সংগঠনের মাধ্যমে, মূলত দুটি লক্ষ্য পূরণে স্বচেষ্ট হয়। প্রথমত, পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মতিথিকে স্মরণ করে এই বিদ্যাচর্চা, তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। দ্বিতীয়ত, থেরবাদী বুদ্ধচর্চায় ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত অত্যন্ত পরিত্রাণরূপে চিহ্নিত সময়, সুতরাং এই সময়ে "বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা" বিষয়ক আলোচনা পুন্যার্জনের অন্যতম পন্থা, এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপন করে এই কর্মশালার আয়োজন। প্রতিদিনের আলোচনায় গড়পড়তা ৩০-৩২ জন আগ্রহী শ্রোতা অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীর নাম এবং আলোচিত বিষয় সমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো—

তারিখ	বিষয়	ভিক্ষু/শিক্ষক/শিক্ষিকা
প্রথম দিন (৩১/০৮/২০২৪)	"বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে পরিবেশ সুরক্ষা"	ড. বন্দনা মুখার্জী প্রাক্তন গবেষণা আধিকারিক এশিয়াটিক সোসাইটি
দ্বিতীয় দিন (০১/০৯/২০২৪)	"বৌদ্ধ দর্শনে উপনিষদের প্রভাব"	অধ্যাপিকা ড. পিয়ালী চক্রবর্তী বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
তৃতীয় দিন (০৭/০৯/২০২৪)	"পালি ভাষার একটি পর্যালোচনা"	অধ্যাপক (ড.) অরিন্দম ভট্টাচার্য পালি বিভাগ, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
চতুর্থ দিন (০৮/০৯/২০২৪)	"ভাবনাক্রম" আঁধার থেকে আলোর পথে যাত্রা	শ্রীমতি সোমা রায় বৌদ্ধ গবেষক এবং অতিথি অধ্যাপিকা
পঞ্চম দিন (১৪/০৯/২০২৪)	"বুদ্ধ ভাবনায় মৈত্রী"	শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির বিদর্শন শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কলকাতা
ষষ্ঠ দিন (১৫/০৯/২০২৪)	"অভিধর্মকোষের আলোকে নির্বাণের স্বরূপ"	ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক গবেষক
সপ্তম দিন (২১/০৯/২০২৪)	"দান এবং দানের মাহাত্ম্য"	ড. তাপস বড়ুয়া প্রযুক্তিবিদ এবং বৌদ্ধ গবেষক
অষ্টম দিন (২২/০৯/২০২৪)	"পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহ"	অধ্যাপিকা (ড.) দুর্গা বসু প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরাগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, পরীক্ষার্থী অথবা ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড)
কলকাতা-৭০০০১৫
দূরভাষ ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

২৫৬৮ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন

All India Federation of Bengali Buddhists এবং তার সহযোগী সংস্থা সমূহ যথা 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র' এবং 'পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে ২৫৬৮ তম বুদ্ধ জয়ন্তী বিগত ২৩শে মে ২০২৪ যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন হয়। এই উপলক্ষ্যে সকাল ৯.০০ টায় বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থনা কক্ষে এক ঘণ্টা ব্যাপী আনাপান ভাবনা এবং তৎপরবর্তীতে বুদ্ধ পূজা সহ সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে বিশ্বশান্তি কামনায় পুন্যদান করা হয়। বিকাল ৪.০০ টায় এন্টালী আনন্দপালিত সন্নিহিত শম্ভুবাবু লেনে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী যথা— খাতা, পেন্সিল, পেন, রাবার ইত্যাদি এবং পথ্য বিতরণ করা হয়। উক্ত দিন সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর সভাকক্ষে একটি সর্বধর্ম সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনে শিখ, খ্রীষ্টান, ইসলাম, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। নানান ধর্মের মতবাদে পুষ্ট এই ভারতবর্ষের জনজীবনের মূল সুর 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'-এই আপ্তবাক্য বক্তাদের বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়। বুদ্ধের শিক্ষায় সর্বজনীনতাবাদ এবং বৌদ্ধ সভ্যতার প্রতি বক্তাগণ অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আনুগত্য প্রদর্শন করেন।

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ফেডারেশন কর্তৃক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আনন্দমুখর এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন সংস্থার অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া মহাশয়।

বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সল্টলেক নিউটাউন অধিবাসীদের সংস্থা 'তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' এবং ব্যান্ডেল হুগলী সংস্থা 'প্রজ্ঞাদ্বীপ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'-এর আয়োজনে বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ফেডারেশনে পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া সার্বিক অংশগ্রহণ এবং বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বুদ্ধের শিক্ষার আবশ্যিকতা সম্পর্কে অবগত করেন।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালি বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

আলোচনা সভায় অর্হৎ মহেন্দ্র ভিক্ষুর— 'ভারতে সর্বশেষ আশ্রম'

নব নালন্দা মহাবিহারের সহযোগী অধ্যাপক (Associate Professor) ড. অরুণ কুমার যাদব মহাশয় বিগত ২১শে জুন ২০২৪, এক আন্তর্জালিক আলোচনা সভার মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে, তাঁর সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলস্বরূপ অর্হৎ মহেন্দ্র থের শ্রীলঙ্কায় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগের পূর্বে বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনা শহরের অদূরে যে আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন সে স্থানটি নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হয়েছে। এই আলোচনা সভায় আয়োজক ছিল "অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস"।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা, ইউরোপিয়ান পন্ডিতদের বর্ণিত তথ্য, স্থানীয় জনমানসে প্রচলিত গল্প-গাথার এবং পরম্পরাগত বিশ্বাস এর উপর ভিত্তি করে ড. যাদব তাঁর অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সত্যের উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরীর এই স্থানটি সম্রাট অশোকের সময়কালে এক বুদ্ধভূমি রূপে স্বীকৃত ছিল। ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালে নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য, বৌদ্ধ সাহিত্যের নির্যাস এবং সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ করে ড. যাদব তাঁর গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি আশা পোষণ করেন যে, এই তথ্য ভিত্তিক গবেষনাকৃত ফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করলে ভারতবর্ষে বুদ্ধ চর্চার ক্ষেত্রটি আরও গভীরতা পাবে এবং সম্রাট অশোকের সময়কালীন ভারতবর্ষের বৌদ্ধ মানচিত্র নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হবে। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে জনমানসের সামনে উন্মুক্ত করার জন্য তিনি ফেডারেশনের কাছে আবেদন রাখেন।

অর্হৎ মহেন্দ্র থের জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন ভারত ভূমি থেকে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। এই পুন্যময় দিনটিকে স্মরণ করার লক্ষ্যে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এবছর জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্থাৎ ২১শে জুন আলোচনার দিন স্থির করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ড. যাদবের গবেষণায় প্রাপ্ত স্থানটি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করলে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং আগ্রহী মানুষজনের জন্য এই স্থানটি ক্রমশ একটি তীর্থস্থানে পরিণত হবে, এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উৎসাহভরে আয়োজনের জন্য ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া শ্রোতাবৃন্দের দ্বারা প্রশংসিত হন।

দশদিন ব্যাপী বিদর্শন ধ্যান শিবির আয়োজিত হল বিদর্শন ধ্যান শিবির কেন্দ্রে

মধ্য কলকাতার 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'-এ বিগত ৪ঠা আগস্ট থেকে ১৫-ই আগস্ট ২০২৪ দশদিনব্যাপী এক বিপস্‌সনা (বিদর্শন) ধ্যানশিবির আয়োজিত হয়। এই শিবিরটি পরিচালনা করেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। শিবিরে সর্বমোট সাতেরো জন সাধক-সাধিকা অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মহাস্থবির মহোদয় জানান— বিদর্শনভাবনা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মানবজীবনে এই ভাবনা আনন্দ, শান্তি এবং চিন্তা মুক্তির এক অনন্যপথকে উন্মোচিত করে। বর্তমান সময়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য—সমাজের মানুষজন মনোযোগ বৃদ্ধিতে এবং অনাময় জীবন প্রত্যাশায় এই ধ্যান-সাধনার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মতে—এই ভাবনা মানুষকে চিন্তামুক্ত সুস্থ জীবন লাভের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করছে।

দলবেঁধে— সীতাগড়ের দিন ও ইটখড়ির কথা

—সাধনা বড়ুয়া

গত ২৮শে মার্চ ২০২৪ বৃহস্পতিবার "অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস"-এর আয়োজন এবং সহচর্যে আমরা হাজারিবাগ যাব বলে পৌঁছে গেলাম হাওড়া স্টেশনে বড়ঘড়ির নিচে। রাতে আমাদের ট্রেন ছিল। পরদিন সূর্য ওঠার আগে আমরা 'হাজারিবাগ রোড' স্টেশনে নামলাম। সকলে মিলে সমবেত ছবি তুললাম। স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্য গাড়ি দাঁড়িয়েছিল (অবশ্যই AIFBB এর ব্যবস্থাপনায়) সেই গাড়িতে উঠে আমরা রওনা দিলাম হাজারিবাগ শহরের দিকে। হাজারিবাগ পূর্ব-ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চব্বিশটি জেলার মধ্যে একটি জেলা। কথিত আছে এ রাজ্যে হাজারটা বাগান বা বাগিচা ছিল তাই এই জায়গার নাম হয়েছে হাজারিবাগ। দু'পাশের সবুজ গাছেদের বুক চিরে চলে যাচ্ছে সুন্দর রাস্তা। সেই রাস্তায় গাড়ি ছুটছে হু হু করে আর গাছ গাছালির ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। হাজারিবাগ শহরের, সেন্ট কলম্বাস কলেজের কাছে লালপুর চক এ যখন আমরা পৌঁছলাম তখন শহর জেগে উঠছে, ভোরের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়, দোকানে, ফুটপাতে। আমাদের হোটেলটাও তখন আড়মোড়া দিয়ে উঠে বসেছে।

আমাদের হাজারিবাগ আসবার উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং অজানা পুরাতত্ত্বের হদিশ পাওয়া অঞ্চলকে নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করা। সেই অজানাকে জানতেই আমরা আবার গাড়িতে চেপে বসলাম 'বেহরাণপুর-সীতাগড়ের' উদ্দেশ্যে। ছোট ছোট টিলা, সবুজ পাহাড় দিয়ে ঘেরা 'সীতাগড়'। 'কোনার' নদের থেকে খানিকটা দূরে এই 'সীতাগড়', কিন্তু সীতাগড়কে দেখলাম অন্য এক রূপে। 'সীতাগড়' আমাদের কাছে ধরা দিল পবিত্র ভূমি হিসেবে। নবম-দশম শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেছেন 'আর্কিওলজিক্যাল-সার্ভে-অব-ইণ্ডিয়া' বা 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ'-এর আধিকারিকরা। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ধ্বংস হয় তখন কিছু মানুষ এই সীতাগড়ে চলে আসেন এবং একটি মহাবিহার স্থাপন করেন। ২০০৩-২০০৪ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এর উৎখননের ফলে এখানে ধ্বংসাবশেষের যে অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় সেটি বলা যায় পালযুগের। কারণ ওখানে যে বড়ো বড়ো পাথর পাওয়া যায়, সেই পাথরে খোদাই করা অভিলেখ থেকে জানা যায়, ধ্বংসাবশেষটি নিশ্চিতভাবেই পালযুগের। এবং একটি চৈত্যের অংশও পাওয়া যায়। ২৭শে নভেম্বর ২০০৯ সালে খনন হবার পর সেখানে পাওয়া যায় তিন বারান্দাওয়ালা প্রদক্ষিণ পথ। মাটির কলস। চৈত্যের অংশের দেয়ালগাত্রে বুদ্ধমূর্তি। 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ'-এর আধিকারিকদের মতে এখানে একটি 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা' কেন্দ্র ছিল। আর যে বুদ্ধমূর্তিগুলো মাটির গর্ভ থেকে উদ্ধার হয় সেগুলো সবই 'পাটনা মিউজিয়ামে' রাখা আছে। 'সীতাগড়ের' এই পবিত্রভূমিতে বসে আমরা সকলে মিলে বুদ্ধবন্দনা করলাম। বুদ্ধবন্দনা শেষ হবার পরই ঐ নিস্তব্ধ নির্জন স্থানটিতে বয়ে গেল ঝিরঝিরে শীতল বাতাস। না জানি কত ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই সীতাগড়ের মাটির গর্ভে। সম্রাট অশোক, চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক হবার পর ৮৪,০০০ হাজার চৈত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই চুরাশি হাজার চৈত্যের মধ্যে এটিও কি সম্রাট অশোকের নির্মাণের মধ্যেই পড়ে? উত্তর মেলেনা। এই নির্জন প্রান্তরে মাটির ক্ষয় শুরু হয়েছিল ভেতরে ভেতরে। টিলাপাথর জমিও তলার দিকে ক্ষয় পেতে পেতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু না তা হয়নি। প্রতিকূল পরিস্থিতিও থমকে দিতে পারেনি বুদ্ধের বাণী থেকে পৃথিবীকে নিবৃত করবার। দিশা দেখিয়েছেন আগামীর জন্যে।

যখন আমরা ঐ দুপুরবেলায়, রোদকে সাথে নিয়ে দিশা দেখতে এলোমেলো হাঁটছিলাম, মনে হচ্ছিল বছরের পর বছর তথাগত ঐ মাটির গর্ভে থেকে বিলীন হয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু উনিতো আমাদের পৌঁছে দিলেন ইটখড়িতে। ওখানে ভদ্রকালী মন্দিরের স্থাপত্য দেখে আমরা হতবাক। মন্দিরের গঠনপ্রণালি একেবারেই বৌদ্ধস্থাপত্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। মহাভদ্রকালী প্রবন্ধন সমিতি এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই মন্দিরে খড়িরাজ মহোৎসব হয়। তিনদিনের উৎসবে তিনলাখ মানুষ আসেন। শীলধর্মের বিনয় এটাই যে, এখানেও উৎখনন হয়েছিল। চারিপাশে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। মনুষ্যজন প্রায়ই থাকতো না। মহান নদী অর্থাৎ মহানন্দা নদীর ধার ধরে কোন এক বিকেলবেলায় গরু চরিয়ে ফিরছিলো এক দরিদ্র মানুষ। হঠাৎ অনুভব করলেন গরুটি বারবার ঘাস খেতে চাইছে অথচ খেতে পারছেনা। গরুটি যেখানে ঘাস খাবার জন্য মুখরটা নিয়ে যাচ্ছে সেখানে শক্ত উঁচু হয়ে আছে কোন ধাতববস্তু। মাটি সরিয়ে সেই নদীর পাড়ের ঢিপিকে যখন তিনি খুড়লেন, বেরিয়ে এল জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে এক মূর্তি। ঐ দরিদ্র মানুষটি মূর্তিটিকে মাথায় ধারণ করে চললেন নিজের গ্রামের দিকে। দরিদ্রকৃষক ততক্ষণে বুঝে ফেলেছিলেন এই মূর্তিটি কোন সাধারণ নয়। গ্রামের লোকেরা মূর্তিটি দেখে ভয়ে সমীহে প্রণাম করতে শুরু করলেন। শোরগোল পড়ে যায় গ্রামের মানুষের মধ্যে খবর পৌঁছে যায় দূর-দূরান্তে। ইটখড়ি, উড়িষ্যা, বুদ্ধগয়া এবং পুরোনো বেনারস রোড জুড়ে একটাই রাস্তা ছিল। অবিলম্বে সেই রাস্তা ধরে 'মহান' নদীর পাড় থেকে খুঁড়তে খুঁড়তে বহু মূর্তি উদ্ধার করে বিহারের স্মাগলার বা চোরা কারবারীরা। ওখান থেকেই রাতারাতি পাচার হয়ে গেল বিদেশে ঐ মূর্তিগুলো। ১৯৮৩ সালে যখন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের নির্দেশে খননকার্য শুরু হয় এবং গ্রামের মানুষের কাছে থাকা ঐ মূর্তিটি আধিকারিকরা অধিগ্রহণ করেন, দেখলেন মূর্তিটি দেবী তারার। দেবী তারার মূর্তিটি ততটাই প্রাণবন্ত যে, তাঁর দুটো চোখ দিয়ে যেন তিনি এই বিপুলাধরণীকে অবলোকন করছেন। 'মহানন্দা' নদীটাও অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরছে এই ইটখড়িকে কেন্দ্র করে। সেসময় নদীর ধারেই গড়ে উঠেছিল সনাতন ধর্ম, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, তার সবরকম নিদর্শন পাওয়া যায় খননের ফলে। খননকার্যের ফলে 'অভয়মুদ্রায়' পাওয়া যায় 'অবলোকিতেশ্বর-এর মূর্তি। তাছাড়াও পাওয়া যায় অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন, অমিতাভ, অক্ষভ্য, রত্নসম্ভব এর মূর্তি। এই পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের মূর্তি প্রমাণ করে দেয় এখানে গড়ে উঠেছিল শান্ত এক সভ্যতা। এই নদীর ধার ঘেঁষেই সে ইতিহাস পাথরে খোদিত হয়ে পড়ে আছে। এবং বুদ্ধ যে পাঁচজন শিষ্য নিয়ে সারনাথ-এ (বেনারস) ধর্মপ্রচার করেছিলেন সেই ধর্মচক্রর প্রবর্তন মুদ্রায়ও বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বরদমুদ্রায় মূর্তি। 'অভয়মুদ্রায়'-ও পাওয়া যায় বুদ্ধের মূর্তি। নদীর ধারে শুধু নয়, উৎখননের পর মাটির ভুগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে জৈন তীর্থংকরের মূর্তি। এবং সে সময় যে নদীতীরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ এক ভারবাহক মূর্তি। যে ভারবাহক একগ্রামে থেকে অন্যগ্রামে নিয়ে যায় প্রয়োজনের সামগ্রী। পাওয়া যায় তিনপায়ের প্রতিমা। এই প্রতিমা দেখে অনুমান করা যায়, অস্বাভাবিক শরীরের কোন মানুষকে দেখেই তৈরি হয়েছিল এই মূর্তি। এই মূর্তিগুলো সবই আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হলো ইটখড়ির সংগ্রহশালার সৌজন্যে। এই সংগ্রহশালা থেকে একটু দূরে যত্নে রাখা আছে 'ঘটিস্তুপ'। কুচকুচে কালো পাথরে তৈরি এই ঘটিস্তুপটিকে স্থানীয় মানুষেরা তাদের বিশ্বাস থেকে পূজো করেন। জবাফুল আর সিঁদুরে মাখামাখি ছিল স্তুপের উপরের অংশ। আমরা একেবারে কাছে গিয়ে দেখলাম ঐ ঘটিস্তুপের গায়ে খোদাই করা আছে ছোট ছোট একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অজস্র বুদ্ধমূর্তি।

ঘটিস্তুপের ঠিক উল্টোদিকেই একটা উঁচু বেদীর উপর রাখা আছে সোনালী রংয়ের বুদ্ধমূর্তি। এবং দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয় স্থানটিকে। বেদীর চারিদিকে রয়েছে ফুল, বেলপাতা ও ধূপ। না, এটি কোন

খননকার্যে পাওয়া মূর্তি নয়। গ্রামবাসীরা নিজেদের অর্থব্যয়ে এই বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেছেন। এবং নিষ্ঠাভরে পূজোও করেন।

বারবার মনে হচ্ছিল বৌদ্ধভিক্ষুরা যদি দলবেঁধে এই পথে হাঁটতেন, তাহলে কেমন হয়?

ভাবতে ভাবতে এসেই পড়ি গাড়ির কাছে। এবার ফেরার পালা। কোলকাতায় ফিরবার দিনও এগিয়ে আসে। আমরা পরদিন সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়লাম হাজারিবাগ্ লেক দেখবো বলে। সেখান থেকে চলে গেলাম বিখ্যাত 'কানোরী হিল্'। ৯৮০ টি সিঁড়ি ভেঙ্গে যখন আমরা কানোরি হিলের উপরে উঠলাম, তখন সকলের খুব ভাল লাগছিল ঐ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক শোভা দেখে। খুব সুন্দর!

এরপরই আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে রামগড়, গান্ধী চক্ পেরিয়ে চললাম পত্রাতুর জলাধার দেখতে। জলাধারে আমরা বোটিং করলাম। পত্রাতুর জলাধারের বাইরে সূর্যাস্ত দেখার জন্য মানুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেই উঁচু রাস্তা থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলাম, হু হু করে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। রাস্তার দুপাশে সবুজের আঁকাবাঁকা পথ। পথ সবসময়ে বেঁকেই যায়। সেই বাঁকের সৌন্দর্যও তো কম নয়। প্রকৃতি উপুড় করে সাজিয়েছেন ঐ পথ, ঐ বিস্তীর্ণ ভূমিকে। ক্রমশঃ সূর্য মিলিয়ে যাচ্ছে। এক লহমায় পাল্টে গেল চরাচর। ধীরলয়ে অন্ধকার এসে প্রগাঢ় এক রহস্যের আড়ালে ঢেকে দিল সূর্যের আলো। যেন ডিগ্‌বাজী খাওয়া এক গল্পের মোড়কে আরেকটি গল্প। আমাদের ছিন্নস্মৃতির শালিদান।

দিনাজপুরে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

—অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া

বালুরঘাট বি.এড. কলেজের ব্যবস্থাপনায়, 'ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ' এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর যৌথ সহযোগীতায় বালুরঘাট বি.এড. কলেজের সভাগৃহে ২৪শে আগস্ট ২০২৪, শনিবার দুপুরে একদিনের জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "প্রাচীন দিনাজপুর জেলা এবং বৌদ্ধধর্ম"। বালুরঘাট বি.এড. কলেজের ছাত্রীদের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সূচনা হয়। সভার বিশিষ্ট অতিথিদের বরণের পর অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. দেবব্রত মিত্র সভার সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সুরজ দাশ স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। বি.এড. কলেজের অধ্যাপক ড. কল্যাণ পান্ডে সূচনাপর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক এবং ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার। অধ্যাপক সরকার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার এবং হরিরামপুর ও কুশমন্ডি ব্লকে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। বৌদ্ধ পন্ডিত ও সন্ন্যাসী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি সংক্রান্ত তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা এবং উপলব্ধির কথা তিনি তাঁর ভাষণে ব্যক্ত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন ও প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্টার তথা অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া এই আলোচনা সভায় প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণ কাজে সংস্থার কার্যকলাপ সংক্ষেপে পেশ করেন। সভায় উপস্থিত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধ নিদর্শন ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। কলকাতাস্থিত ভারতীয় সংগ্রহশালার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী সত্যকাম সেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড় প্রত্নস্থল সম্পর্কে আলোচনা করেন। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তের বৌদ্ধ প্রত্নস্থল সহ অন্যান্য রাজ্যের বৌদ্ধ প্রত্নস্থল পুনরুদ্ধার কাজে সংগঠনের ভূমিকা কি এবং কি ভাবে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহাবিদ্যাপীঠ-এর প্রাক্তন অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর সম্পাদক ও ভারতীয় প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, শিবপুর-এর প্রাক্তন সুপারইনটেনডেন্ট শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া এবং সংগঠনের সদস্যা ও ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন আধিকারিক শ্রীমতি শিউলি মুৎসুদ্দি প্রমুখ ফেডারেশনের পক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্য সমাপ্ত হলে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বালুরঘাট বি.এড. কলেজের কর্ণধার এবং ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সম্পাদক ড. নবকুমার দাস। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন শ্রী সঞ্জয় কর্মকার। তৎসহিত ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সদস্যা শ্রীমতি সংহিতা সরকার এবং সদস্য শ্রী কৌশিক বিশ্বাস-এর সার্বিক ভূমিকা এই আলোচনা সভা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

বিগত বছরের ন্যায় এই বছরও ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তরিক এক ঘরোয়া পরিবেশে উদ্‌যাপিত হল রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। গত ৯ই জুন ২০২৪ (রবিবার) পটারি রোডস্থ 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর শ্রেণিকক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় বাংলা সাহিত্যের কবিগুরু ও বিদ্রোহী কবিকে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ঘরোয়া এই অনুষ্ঠানকে আনন্দমুখর করে তোলেন যথাক্রমে শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী অনুপম বড়ুয়া, শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়, শ্রী আনন্দরাজ বড়ুয়া প্রমুখ। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া মহাশয়।

'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার এই প্রকাশনা তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally
UPI ID : 11681484@cbin

শ্রদ্ধাঞ্জলি

● গত ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ মুম্বাই-এর আয়রোলিতে নালন্দা সামাজিক শৈক্ষণিক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ভদন্ত জ্যোতিরত্ন মহাস্থবির মহোদয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ শ্বাসজনিত ব্যাধিতে অসুস্থ ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন "নাগরাকাটা বুদ্ধ জয়ন্তী বিহার"-এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ফরা বুদ্ধশ্রী ভন্তের কণিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি মুম্বাইতে বহু জনহিতকর কার্যে যুক্ত ছিলেন এবং একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যান।

প্রয়াত মহাস্থবির মহোদয়ের প্রতি আমরা ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

● ফেডারেশনের বরিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী এন্টালী নিবাসী শ্রীমতি অনুলা বড়ুয়া ৮৬ বৎসর বয়সে বিগত ১৪ই জুলাই ২০২৪ স্বগৃহে ইহলোক ত্যাগ করেন। বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের একজন একনিষ্ঠ উপাসিকারূপে তিনি শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা অনুশীলনে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন আমাদের সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য শ্রী আশিস বড়ুয়া'র মাতৃদেবী। কলকাতাস্থ নীলরতন সরকার হাসপাতালে তাঁর মরণোত্তর দেহ দান করা হয়।

আমরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রয়াত উপাসিকার পারলৌকিক ঊর্ধ্বগতি প্রার্থনা করে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সংবাদ একনজরে

● বিগত ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৪, মধ্যকলকাতাস্থ "মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'র সভা কক্ষে ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে সংখ্যালঘু সচেতনতা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা ও সংবর্ধনা সভা আয়োজিত হয়। আলোচনা সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন পশ্চিবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। বাংলাভাষী 'মঘ' উপজাতি বৌদ্ধদের সংরক্ষণ সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447 / 8013324845
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী** : হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

২। **পাত্রী** : সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৩। **পাত্রী** : বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৪। **পাত্রী** : চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।

৫। **পাত্রী** : শ্যামনগর নিবাসী, স্নাতক, বয়স-২৯, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 9748053414।

৬। **পাত্রী** : MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।

৭। **পাত্রী** : B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

৮। **পাত্রী** : কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৬, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

৯। **পাত্রী** : জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।

১০। **পাত্রী** : বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, বর্তমানে US নাগরিক। USA-তে শিক্ষিতা এবং কর্মরতা Software Engineer, বয়স-২৮। USA-তে বসবাসকারী বা বসবাসে ইচ্ছুক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সমতুল্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগে ই-মেইল evns5223@gmail.com

১১। **পাত্রী** : রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9830504664।

১২। **পাত্রী** : দিল্লী নিবাসী, MBA, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৭", বর্তমানে দেরাদুনে কর্মরতা, Asst. Professor, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল-pbarua16@gmail.com

১৩। **পাত্রী** : যোধপুর নিবাসী, MSc. (Biotechnology), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৬", গুরুগ্রামে (দিল্লী) কর্মরতা, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল-pbarua16@gmail.com

১৪। **পাত্রী** : বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. LLB(C.U.) পেশা-ওকালতি, বয়স-২৮, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.

১৫। **পাত্রী** : বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. (C.U.) বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, বয়স-২৬, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.

১৬। **পাত্রী** : গড়িয়া নিবাসী, MBBS-MD পাঠরত, বয়স-৩২, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 7980895909.

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র** : গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

২। **পাত্র** : বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।

৩। **পাত্র** : কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৪। **পাত্র** : দিল্লী নিবাসী, ITI পাশ, বেসরকারি-সংস্থায় কর্মরত, বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'২", দূরভাষ : 7982933124 / 9013287256।

৫। **পাত্র** : শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।

৬। **পাত্র** : ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।

৭। **পাত্র** : বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।

৮। **পাত্র** : দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪" , দূরভাষ : 8910630912।

৯। **পাত্র** : চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।

১০। **পাত্র** : জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮" , দূরভাষ : 7783079238।

১১। **পাত্র** : চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।

১২। **পাত্র** : ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত SBI অফিসার, বয়স-৩৭, উচ্চতা-৬'১" , দূরভাষ : 8789954206।

১৩। **পাত্র** : কানাডার নাগরিক, PG (Global Magmt–Canada) MBA (India), চাকুরীরত, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'১১" , দূরভাষ : 9871291030, 9958659166।

১৪। **পাত্র** : আলিপুরদুয়ার নিবাসী, বি.এ. পাশ; বয়স-৩৪, বর্তমানে কলকাতায় বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, উচ্চতা-৫'৬", দূরভাষ : 9832342598।

TELHARA (NALANDA) EXCAVATION

A Brief Report

—Dr. Atul Kumar Verma

BACKGROUND OF THE REGION

Telhara is a small village in the Hilsa subdivision of the Nalanda Dist. in Bihar. It is about 29 K.m. west of Nalanda, the Dist. headquarter. This place was visited by the Chinese traveller, Heun Tsang in the 7th Century AD., and it was mentioned as Teleadaka in his account.

In course of excavation at the site a good number of Pala sculpture have been discovered including both Buddhist & Hindu deities. The site, under Turkish ruler became an important settlement of Muslims during medieval period. This place is also mentioned in the Ain-i-Akbari as Tiladah and is shown as one of the 46 mahals of Sarkar Bihar.

In the survey map prepared by the company administration in 1842-45 the Telahara had been mentioned as Pargana. Buchanan mentioned this village as an important estate of Bihar.

There is a mosque towards the eastern side of the mound, It is said that the mosque was built with the materials carried from the ruins of the Buddhist monastry. It is mentioned that Bakhtiyar Khilji during his conquest of Odantapuri moved south from Maner towards Tiladah. i.e. Telahara (The account in Minhaj's Tabqat-i-Nasiri). It is very possible that Bakhtiyar camped at Telhara before conquering Odantapuri. Adjacent to the mosque (Sangi Masjid) there is a huge mound measuring about 200m x 100m which might be a monastery site.

About 10 K.m. south of Telahara is a village called Ongar, in which there is a splendid tank called the Suraj Pokhar. To the north of this tank, there is a temple containing an images of Surya and Buddhist figure.

About 4 k.m. of Ongari, there remains of large village called Biswak & Biswa. Like Telhara, this place is also mentioned as a pargana, which according to the Ain-i-Akbar, once contained 35,318 bighas, which stretches away as far as east bank of the Panchana. There are two enormous tanks to the east of the village, and two mud forts of considerable size and antiquity. Remains of Buddhist vihara is remarkable.

Islampur is another important site south-west of Telahara, from here also remains of another vihara has been reported. Another site Icchos about 25 kms./South-West of Islampur was an important Buddhist sites.

A huge mound marking the site of temple or vihara is reported at Mubarakpur South-West of Icchos. Near this ruins, is a village known as Afzalpur Sarunda covered with mud fortification and also a large tank from where several Buddhist figures were found.

TELHARA & ITS IMPORTANCE

Telhara or Teladhaka was one of the monastic establishments most extensively describe by Heun-Tsang, who visited India in the the 7th Century A.D. A large number of stone sculptures were noticed by Broadley from Telahara. The famous Maitreya and twelve armed Avalokiteswar image are at present displayed in the Indian Museum Kolkata. Perhaps the best known Pala sculpture from Telhara is now in Rietbarg Muzeum Zurich. Even today, many Buddhist as well as Hindu sculptures are found in the village Telhara.

Telhara monastic site was first mentioned in 1872 by A M Broadley, the then Magistrate of Nalanda and letter on 1875-78 by Alexander Cunningham.

EXCAVATION

The excavation work on nearly 35' high Bulandi mound at Telhara by a team of archaeologists of state Govt. unearthed the evidence of three-storeyed structural remains, as mentioned by Huen-Tsang in his travel account. Evidence of prayer hall and residential cells for monks in the Monastery, have been found in course of the recent diggings.

The recent excavation work at the site was started in December 2009. Evidence of ancient monastic structure has been discovered at the site within a short period of excavation. The excavation has yielded a good number of antiquities besides heavy structural remains as stated above.

A fairly good number of pottery and images belonging to Gupta age to later Pal period have been found. Digging have also revealed a 34 meter long floor lined by a number of cells. The large floor is dotted with a number of platforms with images of Buddha installed on them. A -4' high blue basalt image of Buddha in Abhay Mudra another in Dharma Chakra Mudra and miniature images like Hariti, Manjushri etc. have also been found on the floor. It appears to be a prayer hall, mentioned by the Chinease traveller.

A stone plaque with 8 lines inscriptions in Proto-Nagari and a black colour terracotta seal have also have been found on this floor.

Another brick paved floor with a wall almost 12' in height has been discovered below this prayer hall in eastern side. Above this floor a well was found in which some broken images of Buddha have been discovered.

On the northern side of the mound two brick cells have been unearthed with paved floor. After cutting the floor, a 4.25 mt. sand deposit was noticed after that an exciting discovery was made by findings of N.B.P. Black & Red ware. Another striking feature of the site is that lot of inscriptions in Proto-nagri script were also found on potteries.

A small images of Buddha in red sand stone reveals that this monastery was in existence during Gupta period.

In course of further excavation at the site we have come across with Gupta Age monastery. Nearly 60 mt. long brick wall of the monastry structure has been found at the depth of 8 mt. Below this wall another structure remains running in north-south direction has been encountered.

IMPORTANT FINDINGS

A large number of antiquities, including the basalt image of Yamantak, with seven faces and a stone figurine of Marichi have been found. A unique piece of Terracotta seals with inscription having the symbol of Chakra flanked by deer have been found indicative of monastic seals, besides this more seals with inscriptions, on top of which are the symbol of bull & lions are found. After decipherment of the seals, the date regarding monastery remains can be determined with exact chronology of the site.

However, during the course of current excavation some copper coins have also been encountered.

Tentative Chronology of the site:

1. N.B.P. - (3rd Century B.C.)
2. Kushan (1st Century A.D.
3. Gupta Pd. (5th to 7 Century A.D)
4. Pala Pd. (7th Century to 11th Century A.D)

This site is going to be popular & famous like Vikram Shila & Nalanda University after the completion of the excavation.

Courtesy : Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar.

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড),
কলকাতা-৭০০০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
দূরভাষ ঃ ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

পুত্র অরূপ চৌধুরী'র স্মৃতিতে
'ফেডারেশন বার্তা'র
এই সংখ্যার মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করেছেন মাতা—

শ্রীমতি নীতি প্রভা চৌধুরী

কলকাতা

শুভেচ্ছা দান ঃ ১০ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।